# বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা

## অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

মোঃ রাজিবুল হাসান

# বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

গবেষক
মোঃ রাজিবুল হাসান

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক মফিজুর রহমান

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

# মহাপরিচালকের কথা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদে বিল উত্থাপন ও আইন পাশ করার মাধ্যমে এ দেশে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (ইপিএফডিসি) প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজ 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন' (বিএফডিসি) বা সংক্ষেপে এফডিসি নামে সকলের কাছে পরিচিত। ঢাকা তথা বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে এফডিসির ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। এফডিসিকে কেন্দ্র করেই ষাটের দশকে ঢাকার চলচ্চিত্রে সোনালি যুগের সূচনা হয়েছিল। সেই চলচ্চিত্রিক অভিঘাত আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে ও জাতীয়তা বিকাশে শক্তি যুগিয়েছে, মহান মুক্তিযুদ্ধে দিয়েছে প্রেরণা। বিংশ শতকের সত্তুর-আশি-নব্বই দশকের সম্ভাবনাময় চলচ্চিত্র বিকাশের পরিমণ্ডলেও তা পশ্চাদভূমি হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু নানা সমস্যায় জর্জরিত এফডিসি যেন আজ আধুনিক কারিগরি সুবিধার বিবেচনায় অনেকাংশেই পিছিয়ে পড়েছে। আর এফডিসির এই অনগ্রসর অবস্থান বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকেও পিছিয়ে দিচ্ছে অনেকখানি।

'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসির ভূমিকা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক গবেষণায় তরুণ গবেষক মোঃ রাজিবুল হাসান তাঁর অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এফডিসি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক কাঠামো চিহ্নিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে এফডিসির ভূমিকা পর্যালোচনা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ এ গবেষণায় উঠে এসেছে তদানীন্তন সময়, রাজনীতি, সংকট ও সামাজিক প্রেক্ষাপট যা আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের বিভিন্ন পর্বকে বুঝতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র-সাহিত্য নির্মাণ ও বিকাশ, দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস উদ্ঘাটন, চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের বিভিন্ন পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অবদান তুলে আনা, দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সম্ভাবনা ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধানের নিকনির্দেশ এবং নতুন নতুন চলচ্চিত্র লেখক ও গবেষক সৃষ্টির লক্ষ্যে সমন্বিত গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্য সাধনে ও গবেষণার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা এবং নিবিড় মনোযোগ আকর্ষণ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা চলচ্চিত্রের সুদিন ফিরে আসবে।

ঢাকা
২৫ এপ্রিল ২০১৪

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

# কৃতজ্ঞতা

কোনো সৃষ্টিই একক প্রচেষ্টার ফল নয়। গবেষণার ক্ষেত্রে কথাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' গবেষণাটির ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক কামরুন নাহারকে যিনি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গবেষণা করার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মফিজুর রহমান-এর প্রতি।

তবে যে মানুষটির প্রতি বেশি কৃতজ্ঞ তিনি হলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এফডিসি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বার বার এফডিসিতে যেতে হয়েছে। তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়েছেন বিভিন্ন তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে। ধন্যবাদ জানাই চলচ্চিত্র গবেষক অনুপম হায়াৎ, পরিচালক শহীদুল ইসলাম খোকন, নায়ক প্রযোজক মাসুদ পারভেজ, পরিচালক আমজাদ হোসেন ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আবু মুসা দেবুকে এফডিসি সম্পর্কে নানান তথ্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি যারা গবেষণা কাজের অগ্রগতি জানতে চেয়েছেন, উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা করেছেন। ধন্যবাদ জানাই ফিল্ম আর্কাইভের গ্রন্থকারিক নজরুল ইসলামকে যিনি সবসময় সহযোগিতা করেছেন নানা ধরনের পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে। বিশেষ ধন্যবাদ বন্ধু ঝুমাকে গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার জন্য।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ কাজে সহযোগিতা নিয়েছি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সেমিনার, বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিটিউট লাইব্রেরিসহ চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভিন্ন লেখা, দৈনিক সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ম্যাগাজিন, অনলাইন মিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট এর। পরিশেষে গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ রাজিবুল হাসান

# সূচিপত্র


| বিষয়বস্তু | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | প্রসঙ্গিক বিষয় | ০১ |
| | গবেষণার যৌক্তিকতা | ০২ |
| | গবেষণার উদ্দেশ্য | ০২ |
| | গবেষণা প্রশ্ন | ০২ |
| | গবেষণা পদ্ধতি | ০৩ |
| | গবেষণা তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি | ০৩ |
| | গবেষণা সমগ্রক | ০৩ |
| | গবেষণার প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞা | ০৪ |
| | গবেষণার সীমাবদ্ধতা | ০৪ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প ও এফডিসি | ০৫ |
| তৃতীয় অধ্যায় | গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ | |
| | ষাটের দশক: এফডিসি'র স্বয়ংসম্পূর্ণ স্টুডিও হয়ে ওঠা | ৩৬ |
| | সত্তর থেকে আশির দশক: চলচ্চিত্রের সোনালি সময়ের অগ্রযাত্রায় এফডিসি | ৩৮ |
| | নব্বইয়ের দশক থেকে শূন্য দশক: চলচ্চিত্রে প্রাযুক্তিক আঘাত ও অশ্লীলতার প্রবেশ | ৪০ |
| | বর্তমান এফডিসি : একটি রুগ্ন ও অকার্যকর চলচ্চিত্র উৎপাদন কারখানা | ৪৩ |
| চতুর্থ অধ্যায় | গবেষণায় ব্যবহৃত নির্বাচিত সাক্ষাৎকার | |
| | পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৭৪ |
| | শহীদুল ইসলাম খোকন | ৮১ |
| পঞ্চম অধ্যায় | উপসংহার | ৮৬ |
| | গবেষণার অবদান | ৯০ |
| | তথ্যপঞ্জি | ৯১ |
| | পরিশিষ্ট | ৯২ |

# প্রথম অধ্যায়

চলচ্চিত্র একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। বিনোদন মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের রয়েছে প্রবল প্রতাপ। সিনেমার প্রবল দর্শক জনপ্রিয়তা সিনেমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে শক্তিশালী শিল্প হিসেবে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন বা বিএফডিসি। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সুবিধাদান এবং এর সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে এর যাত্রা শুরু হয়। ষাটের দশকে মূলত এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে শুরু করে। একে একে গড়ে ওঠে বড় আকারের দুটি ও মাঝারি আকারের তিন ও চার নম্বর ফ্লোর। নতুন সম্পাদনা কক্ষ ও দুই নম্বর ডাবিং থিয়েটার নির্মিত হয় ষাটের দশকের প্রথম ভাগে। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অধিকতর সুবিধা প্রদান এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য এই সময় এফডিসি কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত করে। ১৯৮৩ সালে তার অংশ হিসেবে নির্মিত হয় জহির রায়হান কালার ল্যাব, ১৯৯২ সালে নাজীর আহমেদ সাউন্ড কমপ্লেক্স।

চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে গতশতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে এফডিসি বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে আসলেও শূন্য দশকের শুরু থেকে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, ভারতীয় সিনেমার আমদানি, ভিসিডি, ভিসিআর এর সহজলভ্যতা বাংলাদেশের সিনেমার ব্যবসাকে এক ধরনের হুমকির মধ্যে ফেলে দেয়। এর পর চলচ্চিত্রে প্রবেশ করে অশ্লীলতা ও অস্থিরতা। পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ডিজিটাল সিনেমার আবির্ভাব। এমন এক অবস্থায় সমগ্র পৃথিবীতেই চলচ্চিত্র শিল্পে এক ধরনের পরিবর্তন আসে; মূলত প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে। কিন্তু, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বিশেষত সাউন্ড, কালার, অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে গত তিন দশকে এফডিসি নিজেদের আধুনিক করতে পারে নি। বাজেটের ঘাটতি, অনিয়ম, রাজনীতি, দক্ষ জনবলের অভাব ও দলাদলির ফলে এফডিসি সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশে সিনেমা নির্মাণে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে উন্নতি করতে পারেনি। এফডিসি'র নানা রকম সমস্যা এই শিল্পকে পিছিয়ে দিয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে এফডিসি'র অতীত ভূমিকা, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ ভূমিকা কী হতে পারে তার নির্দেশনা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

## গবেষণার যৌক্তিকতা

সিনেমা শিল্প একটি পরিপূর্ণ শিল্প। সিনেমা শিল্পের জন্য তাই দরকার হয় পুঁজি, উন্নত প্রযুক্তি, যথাযথ প্রণোদনা, কারিগরি সহায়তা, দক্ষ জনবল, উৎপাদিত পণ্যের সঠিক সরবরাহ ব্যবস্থা ও প্রচারণা। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে এক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব এফডিসি'র। তাই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে এফডিসি কতটা সহায়ক ভূমিকা রাখছে; পাশাপাশি এফডিসি'র বর্তমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে সিনেমা শিল্পকে এগিয়ে নিতে ভবিষ্যতে এফডিসি কি উদ্যোগ নিতে পারে সেটাও জানা দরকার।

## গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ছিল চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকে নগদে বা বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিভিন্ন সেবা সহযোগিতা প্রদান করে সুস্থ, নান্দনিক ও বিনোদনমূলক ছবি নির্মাণে উৎসাহিত করা এবং চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা। 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চলচ্চিত্র শিল্প উন্নয়নে এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকে কি ভূমিকা রেখেছে তা দেখা। পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নতি ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এফডিসি বর্তমানে কি করছে এবং চলচ্চিত্রের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে তাদের সমস্যাগুলো কী তা খুঁজে বের করা। এছাড়া অশ্লীলতা, বিদেশি সিনেমার প্রভাব, নির্মাতাদের মধ্যে এফডিসি'র বাইরে গিয়ে সিনেমা নির্মাণের প্রবণতা, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে অবকাঠামোগত সমস্যাসহ এই শিল্পের বিদ্যমান নানা সমস্যা সমাধানে এফডিসি ভবিষ্যতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে তা তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

## গবেষণা প্রশ্ন

১. বাংলা চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে সিনেমার নির্মাতা ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের জন্য অতীতে এফডিসি কতটা সহায়ক ভূমিকা রেখেছে ?

২. চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে দেশের একমাত্র সিনে স্টুডিও হিসেবে বর্তমানে এফডিসি কতটা সময় উপযোগী ভূমিকা রাখছে ?

৩. সিনেমায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে এফডিসি'র ভূমিকা ও আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা প্রদানে ভবিষ্যৎ এফডিসি কতটা প্রস্তুত ?

**গবেষণা পদ্ধতি**

সামাজিক গবেষণায় প্রধান দুটি গবেষণা পদ্ধতি হচ্ছে-

গুণাত্মক গবেষণা

সংখ্যাত্মক গবেষণা

'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এই গবেষণাটি করা হয়েছে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে।

**গবেষণা তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি**

আলোচ্য গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মূলত সাক্ষাৎকার, ডকুমেন্ট ও সরেজমিন অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে মোট তিন জনের-

এফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র সমালোচক ও গবেষক অনুপম হায়াৎ

চলচ্চিত্র পরিচালক শহীদুল ইসলাম খোকন

এফডিসি'র সাথে বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছেন এমন নির্মাতা- চাষী নজরুল ইসলাম, চলচ্চিত্র সম্পাদক সমিতির সভাপতি আবু মুসা দেবু, পরিচালক রফিকুল ইসলাম, প্রযোজক সমিতির সভাপতি মাসুদ পারভেজ, নির্মাতা আমজাদ হোসেনসহ এফডিসিতে বর্তমানে কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি এফডিসিতে অবস্থানরত বিভিন্ন সংগঠন-বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ব্যবস্থাপক সমিতি, বাংলাদেশ সিনে ডিরেক্টোরিয়াল সমিতি (সিডাব), বাংলাদেশ ফিল্ম এডিটরস গিল্ড ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র গ্রাহক সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এফডিসি সম্পর্কিত বই, চলচ্চিত্র ম্যাগাজিন ও চলচ্চিত্র বিষয়ক আইন এর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এফডিসি'র বর্তমান অবস্থা বুঝে উঠার জন্য অনেক বার সরেজমিন এফডিসি পরিদর্শন করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য আধেয় বিশ্লেষণের গুণগত ধারায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

**গবেষণা সমগ্রক**

গবেষণা পরিচালনার জন্য যে ধরনের সমগ্রক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে-

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)

চলচ্চিত্র নির্মাতা

চলচ্চিত্র গবেষক

চলচ্চিত্র প্রযোজক

চলচ্চিত্র শিল্পী

## গবেষণার প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা

'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক গবেষণায় 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি' বলতে ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এদেশে এফডিসিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা চলচ্চিত্র শিল্পকে বুঝানো হয়েছে। 'অতীত' বলতে ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠার পরের সময় থেকে বুঝানো হয়েছে। 'বর্তমান' বলতে এফডিসি'র বর্তমান অবস্থা ও চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র বর্তমান অবদানকে বুঝানো হয়েছে। 'ভবিষ্যৎ' বলতে চলচ্চিত্র শিল্পে সামগ্রিক উন্নয়নে এফডিসি'র ভূমিকা ও তার উদ্যোগকে বুঝানো হয়েছে।

## গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা : অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এই গবেষণা কার্যক্রমে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রধান সীমাবদ্ধতা ছিল গবেষণা কার্যটি সম্পাদনের জন্য সময়ের স্বল্পতা। এছাড়া সরকারি সংস্থা হওয়ার কারণে এফডিসি তার প্রশাসনিক অনেক তথ্য দিতে চাননি। কিছু তথ্য দিতে অনেক সময় নিয়েছে। এফডিসি তার আয় ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। প্রশাসনিক অনেক তথ্য চেয়ে পাওয়া যায়নি। চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা নিয়ে গবেষণা হয়নি ইতিপূর্বে। শুধুমাত্র অনুপম হায়াৎ ১৯৮৭ সালে স্বল্প পরিসরে এফডিসি'র ইতিহাস নিয়ে কিছু কাজ করেছিলেন। তবে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উদ্যোগ দেখা যায় ১৯৯৩ সালে মীর্জা তারেকুল কাদের রচিত 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প' গ্রন্থে। এছাড়া এফডিসি সংক্রান্ত তথ্য পেতে নির্ভর করতে হয়েছে পুরোনো চলচ্চিত্র ম্যাগাজিনের। তবে অনেক ম্যাগাজিন পাওয়া যায়নি। পর্যাপ্ত সময় পেলে হয়তো তা পাওয়া যেত। বর্তমান সময়ে এফডিসি'র অবস্থা নিয়ে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য বই পাওয়া যায়নি। চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পাওয়া যায়নি। এসকল কারণে গবেষণার সাহিত্য পর্যালোচনার সুযোগ ছিল না।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

**বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প ও এফডিসি :** বিনোদনের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্র। এ মাধ্যমের জনপ্রিয়তা যেমন ব্যাপক, জনজীবনে এর প্রভাবও অত্যন্ত সুগভীর। চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই সাহিত্য, সংগীত, সাজসজ্জা, চিত্রকর্ম, আলোকচিত্র, নৃত্যসহ শিল্পকলার প্রায় সকল শাখার নান্দনিক সেতুবন্ধন ঘটে। জীবন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে এর সমান পদচারণা যেমন রয়েছে তেমনি সার্বজনীন শিল্পরূপ হিসেবে অন্যান্য শিল্প মাধ্যম থেকে চলচ্চিত্র অনেক বেশি শক্তিশালী। বিনোদনের পাশাপাশি একটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে মানবিক ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করতে চলচ্চিত্রের রয়েছে সর্বজনবিদিত ভূমিকা। পাশাপাশি দেশি সংস্কৃতির বিকাশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও এ মাধ্যম সমানভাবে কার্যকর। আর এই চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে স্টুডিও'র রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে উন্মেষকাল থেকেই চলচ্চিত্র উপমহাদেশের মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই এ অঞ্চলে বিনোদন ও সৃজনশীলতার মিলিত ধারা চলচ্চিত্রকে দ্রুত জনপ্রিয় করে তোলে। শক্তিশালী এই গণমাধ্যমের জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের অমিত শক্তির কথা অনুধাবন করে এদেশে চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তদানীন্তন প্রাদেশিক আইন সভায় 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন বিল' উত্থাপন করেন, যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন' (বিএফডিসি)। এফডিসি নির্মাণের ফলে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের দ্বার উন্মোচিত হয়; শুরু হয় আমাদের বাঙালি চলচ্চিত্র সংস্কৃতির অগ্রযাত্রা। এই অগ্রযাত্রা শুরু থেকে আজ ৫৬ বছর পেরিয়ে গেছে। এফডিসি'র এই অগ্রযাত্রা আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পকেও নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অর্ধশতকেরও বেশি সময়ের এই পথযাত্রায় মূলত এফডিসিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের বুনিয়াদ। এদেশের চলচ্চিত্রে শিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট কলাকুশলী নির্মাণের পাশাপাশি বিনোদনের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারি পরিচালনাধীন এদেশের সর্ববৃহৎ স্টুডিও 'এফডিসি' রেখেছে কেন্দ্রীয় ভূমিকা। 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এই গবেষণায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এফডিসি'র সেই অবদান, সম্ভাবনা ও সমস্যার স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

## বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রকাশনা

১। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, মোঃ রাজিবুল হাসান, ঢাকা, ২০১৪।
২। বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, জান্নাতুল ফেরদৌস জুমা, ঢাকা, ২০১৪।
৩। অভিনয়শিল্পী সুলতানা জামান : জীবন ও কর্ম, সুচিত্রা সরকার, ঢাকা, ২০১৪।
৪। কুশলী চিত্রগাহক বেবী ইসলাম, মীর শামছুল আলম বাবু, ঢাকা, ২০১৩।
৫। তারেক মাসুদ : জীবনী গ্রন্থ, রুবাইয়াৎ আহমেদ, ঢাকা, ২০১৩।
৬। লালনের জীবনী নির্ভর চলচ্চিত্রে লালন দর্শনের রেপ্রিজেন্টেশন, নন্দিতা তাবস্‌সুম খান, ঢাকা, ২০১৩।
৭। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন : পটভূমি, আদর্শ, লক্ষ এবং কার্যক্রম (১৯৬১-২০১১), অব্যয় রহমান, ঢাকা, ২০১৩।
৮। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণ, ড. কাবেরী গায়েন, ঢাকা, ২০১২।
৯। এম. এ. সামাদ : জীবন ও কর্ম, ড. রশিদ হারুন, ঢাকা, ২০১২।
১০। বাদল রহমান : জীবন ও কর্ম, আবু সাইদ মেহেদী হাসান, ঢাকা, ২০১২।
১১। মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ. কে. এম. আব্দুর রউফ, স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ২০১১।
১২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র : অনুপম হায়াৎ, ঢাকা, ২০১১।
১৩। বাংলাদেশের ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যালোচনা : মোঃ রফিকুল ইসলাম, ঢাকা, ২০১১।
১৪। বাংলাদেশের লোককাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্রে লোকজীবনের উপস্থাপনা : ড. তপন বাগচী, ঢাকা, ২০১১।
১৫। আমাদের চলচ্চিত্র : মোঃ ফখরুল আলম, ঢাকা, ২০১১।
১৬। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি পর্যালোচনা: ড. মো: আমিনুল ইসলাম, ঢাকা, ২০১১।
১৭। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচিতি : ঢাকা, ২০১১।
১৮। চলচ্চিত্রকার সালাহউদ্দিন : হারুনর রশীদ, ঢাকা, ২০১১।
১৯। সুমিতা দেবী : অব্যয় রহমান, ঢাকা, ২০১১।
২০। উদয়ন চৌধুরী : সুহৃদ জাহাঙ্গীর, ঢাকা, ২০১১।
২১। চলচ্চিত্রের গানে ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : তপন বাগচী, ২০১০।
২২। Digital Film of Bangladesh, Dr. Fhamidul Huq, Dhaka, 2010.
২৩। Women on Screen : Representing Women by Women in Bangladesh Cinema, Bikash Ch. Bhowmick, Dhaka, 2009.
২৪। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র ও সিনে সাংবাদিকতার আন্তঃপ্রভাব : বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা : অদিতি ফাল্গুনি গায়েন ও হুমায়রা বিলকিস, ঢাকা, ২০০৯।
২৫। বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা : তপতী বর্মন ও ইমরান ফিরদাউস, ঢাকা, ২০০৯।
২৬। রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০০৪।
২৭। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৭ম সংখ্যা, ২০১৪।
২৮। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০১৩।
২৯। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৫ম সংখ্যা, ২০১২।
৩০। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১।
৩১। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৩য় সংখ্যা, ২০১০।
৩২। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ২য় সংখ্যা, ২০০৯।
৩৩। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১ম সংখ্যা, ২০০৮।

**বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ**
বেতার ভবন (৩য় তলা), ১২১ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। www.bfa.gov.bd